দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শ্রেণিকক্ষে পরীক্ষা, মাঠে মেলার হট্টগোল

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার পদাগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শ্রেণিকক্ষে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলিতেছে, অন্যদিকে মাঠে চলিতেছে মেলার হট্টগোল ও শব্দদূষণ। শিক্ষার্থীরা মেলার কোলাহলের ভিতরেই পরীক্ষা দিতেছে। প্রশ্ন ও উত্তরপত্রে নিমগ্ন পরীক্ষার্থীদের মনোনিবেশে বিঘ্ন ঘটাইতেছে মেলার নামে চালু সার্কাস ও ট্রেন রাইডসহ বিভিন্ন ক্রীড়া ও উচ্চশব্দের গান-বাজনা। গোটা মাঠে টিন দিয়া বানানো হইয়াছে স্টল। প্রতিদিন সহস্রাধিক মানুষ ভিড় করিতেছেন মেলায়। শব্দদূষণের উৎপাতে সকাল-বিকাল দুই ধাপে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী সঠিকভাবে উত্তরপত্রে মন বসাইতে পারিতেছে না। মেলা আয়োজনকারীরা অবশ্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়াই শিক্ষারিনষ্টকারী মেলা পরিচালনা করিতেছে। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বলিয়াছেন, একরকম চাপের মুখে তিনি অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ছয় বছর ধরিয়া আমের মৌসুমে ঐতিহ্যবাহী হাড়িভাঙ্গা আমের মার্সব্যাপী মেলা বসানো হইতেছিল পদাগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে। প্রথম দুই-এক বছর জমজমাট ছিল হাড়িভাঙ্গা আমের মেলা। কিন্তু ইহা বর্তমানে সার্কাসনির্ভর মেলায় পরিণত হইয়াছে। সার্কাসের পাশাপাশি যাত্রা, জুয়া, লটারি ও নানানরকম ক্রীড়ার আয়োজন করা হইতেছে। এই বছর গত ১১ জুলাই শুরু হইয়াছে এই মেলা।

স্থানীয় পর্যায়ে মেলা কিংবা সার্কাস আয়োজনের প্রয়োজন রহিয়াছে, কেবল অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতা দ্বারা আক্রান্ত না হইলেই হয়। মেলা গ্রামীণ ঐতিহ্যের অংশ। মেলা বা যাত্রা গ্রামপর্যায়ে মানুষের বিনোদনের অন্যতম উপাদান। টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন আসিবার পরে বরং এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার যোগাড়। তবে হইচই হইল মেলার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। মেলার আয়োজন তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে দূরে হওয়াই শ্রেয়। নদী তীরবর্তী কিংবা হাটবাজারের নিকটবর্তী ফাঁকা স্থান মেলার জন্য উপযুক্ত স্থান। এইরকম পরিবেশের অভাবে অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের মাঠ মেলার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এইসকল অনুষ্ঠানাদি বিদ্যালয় ছুটি হইয়া গেলে সন্ধ্যায় কিংবা রাতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। বিদ্যালয় চলাকালে ঐতিহ্যবাহী এইসকল হট্টগোলই পরিণত হয় অপরাধকর্মে। শিক্ষার নির্জনতা ও নিমগ্নতার পরিবেশে মেলার হট্টগোল কিছুতেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। সেইক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই মেলার অনুমতি দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় নাই। স্থানীয় প্রশাসনের তদন্ত করিয়া দেখা উচিত কোনো প্রভাবশালী মহল মহাবিদ্যালয়কে অনুমতি দিবার জন্য চাপপ্রয়োগ করিয়াছে।

অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য এইসকল মেলাকে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকে। একসময় এই বাস্তবতা দৃশ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপট দূর হইয়াছে। সরকারি কিংবা এমপিওভুক্ত সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই সরকারি বেতন পাইয়া থাকেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সরকারি বরাদ্দ রহিয়াছে। এই প্রেক্ষাপটে পরীক্ষাকালীন শিক্ষাঙ্গণে কোন মেলাকে কিছুতেই মানিয়া লওয়া যায় না। কোনো সভ্য দেশেই এইরূপ ঘটনার কথা কল্পনা করা যাইবে না। তাই ইহা অচিরেই বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপ ঘটনা যেন দেশের অন্যত্র না ঘটে, সেইজন্য মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী নির্দেশনা জারি করিতে পারে। অভিভাবকদেরও প্রয়োজনে এই বিষয়ে সোচ্চার হইতে হইবে। এমনিতেই দেশের বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়গুলিতে যথার্থ পরিবেশের ঘাটতি রহিয়াছে, অবকাঠামোগত সংকট রহিয়াছে, গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরির সুবিধা অনেক প্রতিষ্ঠানে নাই বলিলেই চলে; সেইরূপ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান পরিবেশটুকু যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সেই প্রচেষ্টায় সকলেরই অংশগ্রহণ প্রয়োজন।